মুলপাতা

ভালোবাসেন সিলেট

যোগ দিন আমাদের অভিযানে, সিলেটি ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও পরিচয়কে রক্ষার জন্য

সওদ্দা দ্ধীরষ্টী বাবাহ*

আইন ছিলোটি বাচাই।

স্বাগতম সিলেটি ল্যাঙ্গুয়েজ-এ, প্রতিটি সিলেটি কণ্ঠের আপন ঠিকানায়। এখানে আমাদের ভাষা ও ঐতিহ্যকে অবহেলা করা হয় না, বরং সম্মানের সঙ্গে উদযাপন, সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার করা হয়। একটি ভাষা কেবল শব্দ নয়, এটি স্মৃতি, অনুভূতি, জ্ঞান এবং একাত্মতার প্রতীক। যখন আমরা একটি ভাষা হারাই, তখন আমরা আমাদের আত্মার একটি অংশ, আমাদের ইতিহাস এবং পৃথিবী দেখার এক অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি হারাই। আমরা বিশ্বাস করি সিলেটি শুধু টিকে থাকার নয়, মর্যাদা, স্বীকৃতি ও গর্বের সঙ্গে বিকশিত হওয়ার যোগ্য।

ভাষা একটি মানবাধিকার

জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের অনুচ্ছেদ ১ অনুযায়ী, সকল মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন এবং মর্যাদা ও অধিকারে সমান। আমাদের ভাষাও সেই সমতা ও ন্যায়বিচারের বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক মানুষের উচিত নির্ভয়ে ও গর্বের সঙ্গে নিজের ভাষায় শেখার, বলার এবং প্রকাশ করার স্বাধীনতা থাকা। সিলেটি ভাষার স্বীকৃতি কোনো দয়া নয়, এটি একটি মৌলিক মানবাধিকার, যা রক্ষা ও নিশ্চিত করা আবশ্যক।

ইউনেসকো এবং ভাষার প্রতি হুমকি

ইউনেসকোর তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বের প্রায় চল্লিশ শতাংশ মানুষ এমন কোনো ভাষায় শিক্ষা বা সম্পদের সুযোগ পায় না, যা তারা নিজেরা কথা বলে বা বোঝে। প্রতি দুই সপ্তাহে একটি করে ভাষা পৃথিবী থেকে হারিয়ে যায়। যখন একটি ভাষা ম্লান হয়ে যায়, তখন তার সঙ্গে হারিয়ে যায় সেই ভাষার গল্প, গান ও প্রজ্ঞা। প্রজন্মের পর প্রজন্ম তাদের পরিচয় ও ঐতিহ্যের জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। শিকড় আলগা হয়ে যায় এবং পরিচয় দুর্বল হয়ে পড়ে। সিলেটি ভাষা, যা বাংলাদেশ, ভারত এবং বিশ্বব্যাপী

প্রবাসী সম্প্রদায়ের প্রায় দুই কোটি মানুষের মুখের ভাষা, একই বিপদের মুখোমুখি। বিপুল সংখ্যক বক্তা থাকা সত্ত্বেও, সিলেটি দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম অবহেলিত ও ভুলভাবে বোঝা ভাষা, যা এখনও শিক্ষা, গণমাধ্যম ও সরকারি স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত।

কেন আমাদের সিলেটি ভাষাকে রক্ষা করা প্রয়োজন

সিলেটি আমাদের মাতৃভাষা। এতে আছে আমাদের পূর্বপুরুষদের কণ্ঠধ্বনি, আমাদের প্রার্থনার ছন্দ, এবং আমাদের সন্তানদের হাসির সুর। এটি আমাদের জাতিসত্তার কণ্ঠ, আমাদের সংস্কৃতির আয়না এবং আমাদের ইতিহাসের জীবন্ত বন্ধন। সিলেটি ভাষার মাধ্যমে আমরা পাই আমাদের ভূমির গল্প, আমাদের বিশ্বাস, গান ও সংগ্রামের উত্তরাধিকার। কিন্তু প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই ভাষা ও এর মানুষদের পাশে সরিয়ে রাখা হয়েছে, একে উপভাষা বলে চিহ্নিত করে শিক্ষা, প্রশাসন ও গণমাধ্যম থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এটি শুধুই ভুল বোঝাবুঝি নয়, বরং এটি এক গভীর সাংস্কৃতিক বৈষম্য যা আমাদের মর্যাদা ও পরিচয়কে ক্ষতিগ্রস্ত করে। যখন একটি সিলেটি শিশুকে তার নিজের ভাষায় কথা বলার জন্য সংশোধন বা লজ্জিত করা হয়, তখন আমাদের সম্মিলিত আত্মার একটি অংশ হারিয়ে যায়। সিলেটিকে প্রত্যাখ্যান মানে নিজেদেরকেই অস্বীকার করা। যদি আমরা এখনই পদক্ষেপ না নিই, পরবর্তী প্রজন্ম আমাদের জীবন্ত সংস্কৃতির বদলে কেবল স্মৃতির টুকরো উত্তরাধিকার সূত্রে পাবে।

সাংস্কৃতিক গণহত্যা বন্ধ করুন – সিলেটি সংস্কৃতি হোক সিলেটি

জাতিসংঘের সংজ্ঞা অনুযায়ী, কোনো ভাষা ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে গৃহীত যেকোনো সচেতন পদক্ষেপ ১৯৪৮ সালের "গণহত্যা প্রতিরোধ ও শাস্তি সনদ"-এর স্পষ্ট লঙ্ঘন। জনজীবন থেকে সিলেটিকে মুছে ফেলা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। এটি বহু বছরের নীতি, পক্ষপাত ও অবহেলার ফল। ২০২২ সালের ১ মার্চ যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টে ফ্যাবিয়ান হ্যামিলটন এমপি বলেন, একটি ভাষার বিলুপ্তি মানব পরিচয়ের উপর আক্রমণ। লেখক নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গো (Ngũgĩ wa Thiong'o) সতর্ক করেছিলেন, "আমাদের ভাষা কেড়ে নিলে আমরা ভুলে যাব আমরা কারা।" সিলেটিকে হারানো মানে নিজেদেরকেই হারানো।

সিলেটিকে হারানো মানে নিজেদেরকেই হারানো।

ভাষাগুলির সাধারণ উৎস থাকলেও, সেগুলি আলাদা স্বীকৃতি পায়

বিশ্বজুড়ে একই উৎস থেকে উদ্ভূত ভাষাগুলিকে সম্মান করা হয়। ফরাসি ও ইতালীয় উভয়ই ল্যাটিন থেকে এসেছে, তবুও কেউ একে অপরের উপভাষা বলে না। হিন্দি ও উর্দু একই ব্যাকরণ ও

শব্দভান্ডার ভাগ করে, তবুও তারা পৃথক ভাষা হিসেবে স্বীকৃত। অসমীয়া বাংলা লিপি ব্যবহার করে, কিন্তু নিজের স্বতন্ত্র পরিচয় ধরে রেখেছে। তাহলে সিলেটিকে কেন সেই স্বীকৃতি দেওয়া হয় না? এর উত্তর ভাষাতত্ত্বে নয়, রাজনীতিতে লুকিয়ে আছে। এখনই সময় এই অন্যায় সংশোধন করার এবং ইতিহাসের সত্য পুনরুদ্ধার করার।

সিলেটি ভাষা ও ছিলোটি নাগরি লিপি কখনও বাংলা নয়

শতাব্দীর পর শতাব্দী আগে, উপমহাদেশকে ঔপনিবেশিক সীমারেখায় বিভক্ত করার বহু পূর্বে এবং আধুনিক রাষ্ট্রসমূহের জন্মের আগেই, সিলেটের মানুষ সিলেটি ভাষায় কথা বলত। ঐতিহাসিক দলিল ও জনশ্রুতি থেকে জানা যায় যে শেষ হিন্দু রাজা গৌর গোবিন্দ তাঁর প্রজাদের সঙ্গে এই মাতৃভাষাতেই কথা বলতেন। চতুর্দশ শতকে যখন হযরত শাহজালাল ও তাঁর সাথিরা ইসলাম প্রচারের জন্য সিলেটে আগমন করেন, তখন তাঁরাও সাধারণ মানুষ যেন বুঝতে পারে, সে জন্য সিলেটি ভাষাতেই দাওয়াত ও উপদেশ প্রচার করতেন। দৈনন্দিন জীবনের সুর থেকে ধর্ম প্রচার পর্যন্ত, সিলেটি ছিল এই ভূমির জীবন্ত ভাষা। সিলেটে সিলেটি ছাড়া অন্য কোনও ভাষার প্রচলনের কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। ইতিহাসের যতদূর জানা যায়, সিলেটিদের ভাষা ছিল একমাত্র সিলেটি। সীমান্ত বদলেছে, রাজ্য বদলেছে, রাজা ও শাসক বদলেছেন, কিন্তু ভাষা রয়ে গেছে একই। গত ১০ থেকে ২০ বছরে সিলেট শহরে বাংলা ভাষার ব্যবহার কিছুটা বেড়েছে, কিন্তু তার আগে সর্বত্রই সিলেটিই ছিল প্রচলিত ভাষা।

সিলেটিরা নিজেদের ভাষার ধ্বনি ও স্বরের নিখুঁত প্রকাশের জন্য একটি নিজস্ব লিপি তৈরি করেছিলেন, ছিলোটি নাগরি। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই এটি কবিতা, ধর্মীয় সাহিত্য ও দৈনন্দিন চিঠিপত্র লেখায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এটি পূর্বী নাগরি ও দেবনাগরি উভয়ের থেকেই আলাদা। পরবর্তীকালে পূর্বী নাগরি থেকে বাংলা ও অসমীয়া লিপির উদ্ভব হয়, কিন্তু ছিলোটি নাগরি রয়ে গেছে সম্পূর্ণ সিলেটির নিজস্ব লিপি। এর অস্তিত্ব নিজেই প্রমাণ করে যে সিলেটি কোনও উপভাষা নয়, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ ও স্বতন্ত্র ভাষা।

সিলেটি শিশুদের কণ্ঠরোধ বন্ধ করুন

কোনও শিশুকে তার দাদী-নানীর ভাষায় কথা বলার জন্য কখনও শাস্তি দেওয়া উচিত নয়। অথচ আমাদের ঘরবাড়ি, স্কুল এবং সমাজে সিলেটি শিশুরা তাদের মাতৃভাষা ব্যবহার করলেই বকাঝকা খায়। সামাজিক লজ্জার ভয়ে অনেক অভিভাবক বাংলা ভাষায় কথা বলা শুরু করেন, ভাবেন এটাই শিক্ষিত বা উন্নতির প্রতীক। এটি সম্পূর্ণ ভুল। বাংলা ভাষা অতিরিক্ত ভাষা হিসেবে শেখানো ভালো, কিন্তু কখনওই এটি আমাদের নিজস্ব ভাষার স্থান নিতে পারে না। প্রতিটি শিশু যেন সেই

ভাষায় বড় হয়ে ওঠে, যে ভাষায় তাদের পূর্বপুরুষরা ভালোবাসা ও গর্ব নিয়ে কথা বলেছিলেন। তারা যেন সিলেটি শোনায়, লজ্জিত নয়, দৃঢ় ও গর্বিতভাবে।

আপনি কীভাবে সাহায্য করতে পারেন

সবচেয়ে বড় সাহায্য হল সিলেটি শেখা, শেখানো এবং বলা। কথোপকথনে, ঘরে, স্কুলে এবং অনলাইনে সিলেটি ব্যবহার করুন। এটি পড়ুন, লিখুন এবং পরের প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিন। আমাদের স্বীকৃতির প্রচারণায় অংশ নিন, আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করুন, আমাদের বার্তা শেয়ার করুন এবং সচেতনতা বাড়ান। উন্নত শিক্ষাসামগ্রী ও উপকরণ তৈরিতে আমাদের সহায়তা করুন। নিজে অবদান রাখুন, অনুদান দিন এবং স্থানীয়ভাবে সংগঠিত হোন। একটি ক্লাস শুরু করুন, পাঠচক্র আয়োজন করুন, বা প্রতিদিন অন্তত এক বন্ধুকে একটি নতুন সিলেটি শব্দ শেখান। প্রতিটি কণ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ, প্রতিটি কাজ আমাদের ভাষাকে নিরাপত্তার আরও কাছাকাছি নিয়ে আসে।

এটি কোনও উপভাষা নয়। এটি আমাদের পরিচয়, আমাদের শক্তি এবং আমাদের উত্তরাধিকার। গর্ব নিয়ে বলুন, ভালোবাসা দিয়ে শেখান, এবং পৃথিবীকে আবার এই ভাষার সুর শুনতে দিন। একসঙ্গে আমরা নিশ্চিত করতে পারি যে সিলেটি বেঁচে থাকবে, বিকশিত হবে এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে টিকে থাকবে।

আমাদের সম্পর্কে

সিলেটি ভাষা ও ঐতিহ্য একটি ব্যক্তি, অ-রাজনৈতিক, অলাভজনক প্রচার সংস্থা যা সিলেটি ভাষা (সিলেটি ভাষা) এবং এর ঐতিহাসিক লিপি, সিলোটি নাগরি (ছিলোটি নাগরি) এর স্বীকৃতি, সংরক্ষণ এবং পুনরুজ্জীবনের পাশাপাশি সিলেটি সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং পরিচয়ের বৃহত্তর প্রচারের জন্য নিবেদিত।

আমাদের লক্ষ্য কেবল একটি ভাষাই নয়, পুরো জীবনধারা রক্ষা করা: এমন একটি মানুষের গল্প, মূল্যবোধ এবং অভিব্যক্তি যাদের কণ্ঠস্বর দীর্ঘদিন ধরে প্রান্তিক ছিল। শিক্ষা, গবেষণা এবং সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে, আমরা দেশে এবং বিশ্বব্যাপী প্রবাসী উভয় ক্ষেত্রেই সিলহেটি পরিচয়ের গর্ব এবং আত্মবিশ্বাস পুনরুদ্ধারের জন্য কাজ করি।

আমরা কি করি

1. অ্যাডভোকেসি এবং স্বীকৃতি: একটি স্বাধীন ভাষা হিসাবে সিলেটিকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য এবং স্কুল পাঠ্যক্রম এবং সাংস্কৃতিক নীতিতে এর স্ক্রিপ্টের সাথে এর অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রচারণা চালানো।
2. ভাষা, ঐতিহ্য এবং শিক্ষা: সিলোটি নাগরি এবং রোমান প্রতিবর্ণীকরণ উভয় ক্ষেত্রেই অ্যাক্সেসযোগ্য সিলেটি-ভাষা শেখার উপকরণ তৈরি করা এবং ঐতিহ্যগত রীতিনীতি, মৌখিক সাহিত্য এবং লোককাহিনীর উপর সংস্থান বিকাশ।
3. সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ ও ডিজিটাইজেশন: পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সিলেটি গান, কবিতা, আচার-অনুষ্ঠান, পোশাক, রন্ধনপ্রণালী এবং মৌখিক ইতিহাস রেকর্ডিং, ডিজিটালাইজেশন এবং প্রচার করা, বৃহত্তর অনলাইন অ্যাক্সেসযোগ্যতা এবং সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা।
4. সম্প্রদায় এবং সহযোগিতা: ঐক্য এবং সম্প্রদায়ের সংহতি প্রচারের জন্য একটি মাল্টি-এজেন্সি পদ্ধতির মাধ্যমে কাজ করা, পরবর্তী প্রজন্মের সিলেটি স্পিকার এবং শিক্ষার্থীদের জন্য প্রচারণা চালানোর সময় সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বাধা অতিক্রম করা।

5. গবেষণা এবং ডকুমেন্টেশন: একাডেমিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং ডিজিটাল সংরক্ষণাগারগুলিতে সিলেটির সঠিক স্থান নিশ্চিত করার জন্য ভাষাগত, ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক অধ্যয়নকে সমর্থন করা।

আমরা ভাষাগত সমতা ও সাংস্কৃতিক মর্যাদা প্রচারের জন্য বাংলাদেশ, ভারত, যুক্তরাজ্য এবং বিশ্বব্যাপী ব্যক্তি, শিক্ষাবিদ, প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থার সাথে সহযোগিতা করি। আমাদের প্রচারাভিযানগুলি স্বেচ্ছাসেবক, পণ্ডিত এবং পেশাদারদের দ্বারা সমর্থিত যারা বিশ্বাস করে যে প্রতিটি ভাষা এবং প্রতিটি ঐতিহ্য সম্মানের দাবিদার

আমাদের লক্ষ্য

এমন একটি বিশ্ব যেখানে সিলহেটি ভাষা এবং ঐতিহ্য গর্বের সাথে কথা বলা হয়, শেখানো হয় এবং উদযাপন করা হয়; যেখানে শিশুরা নির্ভয়ে তাদের মাতৃভাষা শিখতে পারে; এবং যেখানে সিলহেটি পরিচয় ভাগ করা মানব গল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে স্বীকৃত।

একসাথে, আমরা নিশ্চিত করতে পারি যে সিলেটি বেঁচে থাকবে, উন্নতি করবে এবং আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে।

সিলেটি শিখুন

চলুন সিলেটি শিখি

সিলেটি একটি স্বতন্ত্র ভাষা যার নিজস্ব ব্যাকরণ, ধ্বনি ব্যবস্থা ও সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ইতিহাস রয়েছে। এর লিপি ছিলোটি নাগরি, যা বিশেষভাবে সিলেটির জন্য তৈরি হয়েছিল এবং অন্তত পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তুলনায়, বাংলার মানক লিপি যা ইস্টার্ন নাগরি নামেও পরিচিত, অনেক পরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৫৫ সালে গঠন করেছিলেন, আর প্রথম বাংলা ব্যাকরণ ১৭৪৩ সালে পর্তুগিজ মিশনারি ম্যানুয়েল দা আসুম্পসাঁও লিখেছিলেন। ইস্টার্ন নাগরি আসামি ভাষাতেও ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ছিলোটি নাগরি তৈরি হয়েছিল একমাত্র সিলেটির জন্য। এই পাতায় সিলেটি শেখার জন্য উপকরণ, ভিডিও ও নির্দেশনা উপস্থাপন করা হয়েছে, যেখানে কথ্য পাঠ, লেখার অনুশীলন এবং প্রস্তাবিত বই অন্তর্ভুক্ত, যা সিলেটি বংশোদ্ভূত শিশু, দ্বিভাষিক বক্তা, নতুন শিক্ষার্থী ও সিলেটি সংস্কৃতিতে আগ্রহী ভ্রমণকারীদের জন্য উপযোগী।

সিলেটি পড়া লেখা শেখা

সিলেটির লেখা হলো ছিলোটি নাগরি, যা ভাষার প্রকৃত ধ্বনি প্রকাশ করে। এই অংশে সিলেটি ভাষা তার আসল লিপিতে পড়া ও লেখা শেখানো হয়। ভিডিওগুলোতে সিলেটি পড়া ও লেখার মৌলিক পাঠ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, কিছু সিলেটি ভাষায় এবং কিছু ইংরেজিতে। অধিকাংশ উপকরণ তৈরি করেছে SylhetiLanguage.net, পাশাপাশি মানসম্মত হলে ইউটিউবের মতো উন্মুক্ত প্ল্যাটফর্ম থেকেও কিছু উপকরণ যুক্ত করা হয়েছে।

আরও শেখার উপকরণের জন্য আমাদের ইউটিউব চ্যানেল দেখুন, যেখানে সিলেটি ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে অসংখ্য অতিরিক্ত ভিডিও রয়েছে। আমাদের ফেসবুক পেজ, গ্রুপ এবং ফটো অ্যালবামে রয়েছে বিপুল পরিমাণ পাঠ্যসামগ্রী, ছবি এবং পিডিএফ রিসোর্স, যা শিক্ষার্থীদের জন্য মূল্যবান সহায়ক। এই সাইটের ডাউনলোড পৃষ্ঠায় গিয়ে আমাদের ড্রাইভে প্রবেশ করতে পারেন, যেখানে নানা ধরনের শিক্ষণ উপকরণ ও বই ডাউনলোডের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে। সব মিলিয়ে এই প্ল্যাটফর্মগুলো অনলাইনে সিলেটি শেখার অন্যতম সমৃদ্ধ ভাণ্ডার গড়ে তুলেছে।

সিলেটি বই

সিলেটি বইয়ের তালিকা

ছিলোটি নাগরি লিপিতে সিলেটি সাহিত্য অন্বেষণ করুন

এখানে আমরা সিলেটি বইয়ের একটি তালিকা উপস্থাপন করছি, যা অনলাইনে, বইয়ের দোকানে এবং বিভিন্ন গ্রন্থাগারে পাওয়া যায়। বাংলাদেশে সিলেটের মুসলিম সাহিত্য সংসদ গ্রন্থাগারে এই বইগুলো সংরক্ষিত রয়েছে। যুক্তরাজ্য ও আয়ারল্যান্ডে এগুলো রাখা আছে গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহশালায়, যেমন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বডলিয়ান লাইব্রেরি, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব স্কটল্যান্ড, ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব ওয়েলস এবং ট্রিনিটি কলেজ ডাবলিন। যদি আপনার স্থানীয় গ্রন্থাগারে এই বইগুলো না থাকে, তাহলে আন্তঃগ্রন্থাগার পরিষেবার মাধ্যমে কপি চাওয়া যেতে পারে। আমরা আশা করি এই বইগুলো আপনাকে সিলেটি শেখা ও চর্চায় সহায়তা করবে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে আনন্দদায়ক পাঠ অভিজ্ঞতা দেবে। তালিকায় শিশুদের বই এবং বিনোদনমূলক কার্যক্রমের বইও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যারা সিলেটি ভাষায় ছিলোটি নাগরি লিপি ব্যবহার করে বই প্রকাশ করেছেন এবং তা প্রচার করতে চান, তারা বইয়ের তথ্য, প্রচ্ছদের ছবি, ক্রয়ের লিঙ্ক বা গ্রন্থাগারের ঠিকানা এবং সম্ভব হলে একটি কপি আমাদের রিভিউয়ের জন্য পাঠাতে পারেন। আমরা ইতিমধ্যেই অনেক সিলেটি বই, এমনকি যেগুলো কেবল সিলেটি বলে দাবি করে এমন বইও রিভিউ করেছি, যার ভিডিও আমাদের ইউটিউব চ্যানেল, ফেসবুক পেজ ও টিকটকে পাওয়া যায়। এগুলো শিক্ষার্থীদের সাহিত্য সম্পর্কে আরও দিকনির্দেশনা ও অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে।

আমরা সকল পাঠক, বই ক্রেতা, বই বিক্রেতা এবং প্রকাশকদের প্রতি আহ্বান জানাই সতর্ক থাকার জন্য। কিছু বই প্রকাশিত হয় যেখানে সিলেটিকে ভুলভাবে বাংলা বা আসামি হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং কখনও কখনও এর বিপরীতও করা হয়। এসব করা হয় প্রোপাগান্ডার জন্য, আর্থিক লাভের জন্য, ভুলবশত বা ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে। এ ধরনের বই প্রকাশ বা সমর্থন করা আমাদের স্বীকৃতি আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং আমাদের ভাষা বিলুপ্তির পথে ঠেলে দেয়। ইউনেস্কো এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা সতর্ক করেছে যে ভাষার ভুল উপস্থাপনই ভাষা বিলুপ্তির অন্যতম প্রধান কারণ। অনুগ্রহ করে এমন কোনও বই কিনবেন না, বিক্রি করবেন না, প্রচার করবেন না এবং প্রকাশ করবেন না যা সিলেটিকে অন্য ভাষার উপভাষা বা উচ্চারণ হিসেবে উপস্থাপন করে। এই ধরনের লেবেল সিলেটি বক্তাদের কলঙ্কিত করে, বিশেষত শিশুদের, যাদের প্রায়ই শেখানো হয় যে তাদের মাতৃভাষা অবৈধ, অশুদ্ধ বা বোকামি। পরিবর্তে আমাদের ভাষা ও পরিচয় রক্ষায় এগিয়ে আসুন। বিভ্রান্তিকর প্রকাশনা রিপোর্ট করুন, সমর্থন করা থেকে বিরত থাকুন এবং সচেতনতা বৃদ্ধিতে আমাদের সঙ্গে যোগ দিন। সিলেটির ভবিষ্যৎ রক্ষায় আমাদের আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করুন এবং স্পষ্টভাবে বলুন: সিলেটিকে বাংলা বলা বন্ধ করুন।

সিলেটিকে বাংলা বা অসমিয়া বলে ভুল লেবেল দেয় এমন বইগুলিকে সমর্থন করা বন্ধ করুন।

এ ধরনের ভুল উপস্থাপনা মুছে ফেলে আমাদের ভাষা ও পরিচয়। সিলেটিকে রক্ষা করুন,
বিভ্রান্তিকর প্রকাশনাগুলি রিপোর্ট করুন এবং আমাদের স্বাক্ষর করুন
মাতৃভাষাকে বাঁচানোর জন্য

সিলেটি বনাম বাংলা

জনপ্রিয় মতামতের বিপরীতে, সিলেটি ভাষাভাষীরা ভাঙা-গড়া উপভাষা বা শুদ্ধ বাংলার একটি ভ্রষ্ট রূপ বলে না, বা এটি একটি উচ্চারণও নয়।
"শুদ্ধ" মানে খাটি/সঠিক যা মানসিকভাবে বোঝায় যে সিলেটি কথা বলা ভুল।

"আরো প্রসঙ্গ দেওয়ার জন্য, উপভাষা হল একটি ভাষার একটি নির্দিষ্ট রূপ যা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল বা সামাজিক গোষ্ঠীর জন্য অদ্ভুত।"

সিলেটি ভাষার নিজস্ব স্বতন্ত্র বর্ণমালা ও সংখ্যা পদ্ধতি রয়েছে। সিলেটি বাংলা ভাষার কাঠামো অনুসরণ করে না। এটির একটি ভিন্ন লেখার ব্যবস্থা, কম অক্ষর এবং বিভিন্ন শব্দ রয়েছে এবং এটি বাংলার আগেও ছিল, যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

স্কুলে যখন পড়ানো হয় তখন বাংলার প্রভাব পড়তে শুরু করে এবং যারা শহরে পড়ে এবং পড়াশুনা করত তারা কিছু শব্দ বলতে শুরু করে যেগুলো আসল সিলেটি শব্দ ছিল না। এর ফলে সিলেটি বাঙালির উপভাষা এমন মানসিকতা ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। অনেক সিলেটিরা বিশ্বাস করেন যে বাংলা তাদের মাতৃভাষা কিন্তু বাস্তবে তাদের মা কখনো বাংলা বলতেন না।

প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শিক্ষা ব্যবস্থা এবং ১৯৫২ সালে বাংলা ভাষা প্রকাশের কারণে, কিছু লোক অন্ধভাবে বিশ্বাস করতে শুরু করে যে বাংলা তাদের মাতৃভাষা কারণ কেউ কেউ কেবল অবাঞ্ছিত বিশ্বাসঘাতক শ্রেণীতে অভিযুক্ত হওয়ার ভয়ে।

আমরা যদি কিছু প্রমিত উপলব্ধ তথ্য বিবেচনা করি, কিছু সিলেটি ভাষাভাষী, বিশেষ করে সিলেট শহরে যারা বেশি বাংলায় উন্মুক্ত, তাদের সিলেটি শব্দটি বাংলার মতো। তারা নিপীড়নের শিকার, এবং এটি কঠিন হতে পারে যখন নিপীড়িতরা নিজেদের অভ্যন্তরীণ হীনমন্যতার মতো নিপীড়নকে স্থায়ী করে।

সিলেটি ভাষাভাষীরা যখন নিজেদের মধ্যে অ-বাংলাভাষী ‘উচ্চারণ’ নিয়ে উপহাস করে তখন বাংলা ভাষাভাষীদের সিলেটি ভাষাভাষীদের উপহাস করার দরকার নেই।

সিলেটির তুলনায়, বাংলা বিলুপ্ত হবে না কারণ এর প্রচুর সম্পদ, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এবং বিশ্বব্যাপী বিতরণ করা সাহিত্য রয়েছে।

"সর্বশেষে, সবার জন্য ভাষা অন্তর্ভুক্তি মানবাধিকারের একটি সমস্যা (জাতিসংঘের পক্ষ থেকে সম্পর্কিত স্ট্যান্ডার্ড আর্টিকেল ২ , ২১.২, ২২, ইত্যাদি অনুসারে)।"

সিলেটি এবং এর বক্তাদের সাথে অতীতে কীভাবে আচরণ করা হয়েছে তা আমরা পরিবর্তন করতে পারি না তবে এখন এটি কীভাবে আচরণ করা হয় এবং আমরা ভবিষ্যতে এটি কীভাবে হতে চাই তা আমরা পরিবর্তন করতে পারি।

যত দিন যাচ্ছে আমরা পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হচ্ছি, সিলেটি ভাষা আরও বিপন্ন এবং তার সামান্য স্বীকৃতি, প্রাসঙ্গিকতা এবং পরিচয় হারানোর কাছাকাছি।

এখন সময় এসেছে সচেতনতা ও স্বীকৃতি বাড়ানোর এবং সিলেটি কর্তৃপক্ষকে ছাপ দেওয়ার যাতে মানুষ সিলেটি বলতে এবং সিলেটি বলে গর্বিত হয়।

আপনি petition.sylhetilanguage.net-এ গিয়ে আবেদনপত্র স্বাক্ষর করে এই আন্দোলনকে সমর্থন করতে পারেন!! petition.sylhetilanguage.net and signing the petition!!

সিলেটি ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও তথ্য

সিলেটি দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে ভুলভাবে বোঝা এবং পর্যাপ্তভাবে উপস্থাপিত নয় এমন ভাষাগুলোর একটি। উত্তর পূর্ব বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চল, ভারতের বরাক উপত্যকা ও ত্রিপুরা, এবং ব্রিটেন মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আমেরিকায় বিস্তৃত প্রবাসী সমাজ মিলিয়ে প্রায় দুই কোটি মানুষ এই ভাষায় কথা বলে। তবুও কিছু প্রতিষ্ঠান এখনো সিলেটিকে বাংলা বা বাংলার উপভাষা হিসেবে ভুলভাবে চিহ্নিত করে। এই দাবিটি ভাষাবিজ্ঞানের প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত নয় এবং এটি সিলেটি ভাষাভাষীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক প্রান্তিকতা, শিক্ষাগত বঞ্চনা ও পরিচয়ের দুর্বলতায় ভূমিকা রেখেছে।

এই পৃষ্ঠায় সিলেটিকে স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে এমন ঐতিহাসিক, ভাষাবিজ্ঞানগত এবং যৌক্তিক ভিত্তি উপস্থাপন করা হয়েছে। এটি প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণাগুলো ভেঙে দেয় এবং সিলেটির নিজস্ব লিপি ছিলোটি নাগরি, সাহিত্য এবং সভ্যতার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনকারী প্রমাণ নথিভুক্ত করে।

আমাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং ঐতিহ্য

ঔপনিবেশিক সীমারেখা দ্বারা উপমহাদেশ বিভক্ত হওয়ার বহু শতাব্দী আগে এবং আধুনিক রাষ্ট্র গঠনেরও পূর্বে সিলেটের মানুষ তাদের নিজস্ব মাতৃভাষা সিলেটিতে কথা বলত। ঐতিহাসিক বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে সিলেটের শেষ হিন্দু শাসক গৌর গোবিন্দ তার প্রজাদের এই ভাষাতেই সম্বোধন করতেন। চতুর্দশ শতাব্দীতে যখন হযরত শাহজালাল (রহ.) ও তাঁর সঙ্গীরা ইসলাম প্রচারের জন্য সিলেটে আগমন করেন, ঐতিহ্য অনুযায়ী বলা হয় তাঁরা স্থানীয় সিলেটি ভাষা ব্যবহার করতেন যাতে মানুষ তাঁদের বার্তা সহজে বুঝতে পারে। গ্রামীণ জীবনের ছন্দ থেকে ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্র পর্যন্ত সিলেটি ছিল এই অঞ্চলের জীবন্ত ভাষা। ঐতিহাসিক নথিতে এমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না যা দেখায় যে অন্য কোনো ভাষা সিলেটিকে প্রধান কথ্য ভাষা হিসেবে প্রতিস্থাপন করেছে বা তার উপরে প্রভাব বিস্তার করেছে।

সিলেটের শাসক, কবি ও পণ্ডিতেরা সিলেটি ভাষার মাধ্যমে এক সমৃদ্ধ সংস্কৃতির চিহ্ন রেখে গেছেন। ষোড়শ শতাব্দীর লেখক তালিব হুসাইনের মতো সাহিত্যিকদের রচনায় দেখা যায় যে সিলেটিতে একটি বিকশিত সাহিত্যধারা গড়ে উঠেছিল, যা আধুনিক বাংলার আনুষ্ঠানিক মান্যরূপ প্রতিষ্ঠার বহু আগেই সমৃদ্ধ ছিল। ঐতিহাসিক প্রমাণ থেকে বোঝা

যায় যে তালিব হুসাইনের ১৫৪৯ সালের রচনা সহ ছিলোটি নাগরি লিপিতে একটি সাহিত্য সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, যা বিদ্যাসাগরের উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা লিপি মান্যরূপের অনেক আগেই বিকাশ লাভ করেছিল। স্বাধীন সিলেটি রাজ্যগুলির অস্তিত্ব এবং তাদের পৃথক প্রশাসনিক ইতিহাস এই অঞ্চলের ভাষাগত স্বাতন্ত্র্যকে আরও দৃঢ় করে। নথিপত্রে দেখা যায় যে সিলেটি ভাষা ধর্মীয়, বিচারিক ও দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হত, বাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব এই অঞ্চলে পৌঁছানোর অনেক আগেই।

ভাষার ধারাবাহিকতা ও সিলেটির সত্যতা

কোনো ভাষা পরিবর্তনের প্রমাণের অনুপস্থিতি তার অস্তিত্বের ধারাবাহিকতাকে নির্দেশ করে। কোনো জনগোষ্ঠী ভাষা পরিবর্তন করেছে এমন ধারণা তুলতে হলে তার পূর্ববর্তী ভাষার ঐতিহাসিক বা ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণ থাকতে হবে। সিলেটের ক্ষেত্রে এমন কোনো প্রমাণ নেই। ইতিহাসে সিলেটের মানুষের মুখে অন্য কোনো স্থানীয় ভাষা ব্যবহারের চিহ্ন পাওয়া যায় না, কিংবা সিলেটির স্থলে অন্য কোনো ভাষা প্রতিস্থাপনের উল্লেখও নেই। এই ধারণা ইতিহাসের ধারাবাহিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় যে সিলেটের মানুষ একসময় বাংলা বলত, পরে নতুন ভাষা ও লিপি তৈরি করল এবং শতাব্দী পরে আবার বাংলায় ফিরে গেল।

সত্যটি আরও সরল, কিন্তু গভীরভাবে বেদনাদায়ক। সিলেটি বাংলা থেকে উদ্ভূত নয়, বরং শতাব্দীর পর শতাব্দী পাশাপাশি সহাবস্থান করে এসেছে। পরিবর্তিত হয়েছে ভাষা নয়, রাজনৈতিক বাস্তবতা যা একে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর সিলেট অঞ্চল দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তান, পরে বাংলাদেশে বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রাধান্য পায়। অপরদিকে ভারতের অসম রাজ্যে সরকারী ভাষা হিসেবে অসমিয়া গৃহীত হয়, যদিও সেখানে উল্লেখযোগ্য সিলেটি ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী বিদ্যমান। এই ভৌগোলিক বিভাজনের ফলে সিলেটি ভাষা উভয় পাশেই কোনো প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি বা সুরক্ষা পায়নি। এর ফল ছিল একটি ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তন নয়, বরং তার প্রান্তিককরণ। সিলেটি কোনো বিলুপ্তপ্রায় ভাষা নয়, বরং ইতিহাস ও রাজনীতির শিকার এক জীবন্ত ভাষা।

ছিলোটি নাগরি লিপি

সিলেটি ভাষার স্বাতন্ত্র্যের সবচেয়ে পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া যায় তার নিজস্ব লিপিতে। ছিলোটি নাগরি, যাকে অনেক সময় সিলেটি বর্ণমালা বলা হয়, সিলেটি ভাষার স্বতন্ত্র স্বরটন ও ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ করার জন্য উন্নত হয়েছিল। এই লিপিতে রচিত প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপিগুলি অন্তত পঞ্চদশ শতাব্দীর, যদিও মৌখিক ও শিলালিপি প্রমাণ ইঙ্গিত দেয় যে এর ব্যবহার আরও প্রাচীন সময়ে, সম্ভবত সিলেটের শেষ স্বাধীন রাজ্যগুলির যুগ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।

ছিলোটি নাগরি পূর্ব নাগরি (পূর্বী নাগরী), যা বাংলা ও অসমিয়া ভাষা লেখার জন্য ব্যবহৃত হয়, এবং দেবনাগ, যা হিন্দি ও আরও কয়েকটি ভাষায় ব্যবহৃত হয়, এই দুই লিপি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এর গঠন নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে অনন্য। এতে জটিল যুক্তব্যঞ্জন নেই, স্বরচিহ্ন ব্যবস্থাটি সরল, এবং এমন ধ্বনিচিহ্ন রয়েছে যা শুধুমাত্র সিলেটি ভাষার স্বরটন ও উচ্চারণ প্রকাশ করতে সক্ষম। এই লিপি অন্য কোনো ভাষা লেখার জন্য উপযোগী নয়, কারণ অন্যান্য ভাষার উচ্চারণ ও ব্যাকরণিক গঠন এর কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ছিলোটি নাগরি কেবল সিলেটি ভাষাভাষী মানুষের জন্য এবং তাদের দ্বারাই ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়েছিল।

এই লিপি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন লেখালেখির মাধ্যম ছিল। ধর্মীয় গ্রন্থ, কবিতা, পত্রালাপ ও শিক্ষার কাজে এটি ব্যবহৃত হত, যার ফলে সাক্ষরতা সমাজের বিস্তৃত স্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং মানুষ তাদের নিজস্ব ভাষায় সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রকাশ করতে পেরেছিল।

অন্যদিকে পূর্বী নাগরি অনেক পরে মান্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভাষার একটি লিখিত রূপ সংস্কার ও মান্যরূপ দেন এবং সেটিকে বাংলা ভাষা নামে অভিহিত করেন। এরও এক শতাব্দী আগে, ১৭৪৩ সালে, পর্তুগিজ মিশনারি ম্যানুয়েল দা আসাম্পসাঁও বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন, এবং সেটি লেখা হয়েছিল পর্তুগিজ ভাষায়, বাংলা লিপিতে নয়। এই তথ্য দেখায় ছিলোটি নাগরি আধুনিক বাংলা লিপি মান্যরূপের অনেক আগেই ব্যবহৃত হত।

এ পর্যন্ত কোনো বাংলা সাহিত্যকর্ম ছিলোটি নাগরিতে রচিত পাওয়া যায়নি, আর যদি কখনও থেকে থাকে, তবে তা বাংলা ভাষার সঠিক উচ্চারণ বা ব্যাকরণ যথাযথভাবে প্রতিফলিত করতে সক্ষম নয়। এটি স্পষ্ট করে যে ছিলোটি নাগরি কখনোই বাংলা বা অন্য কোনো ভাষা লেখার জন্য নির্মিত হয়নি। এর অস্তিত্বই প্রমাণ করে যে সিলেটি কোনো উপভাষা নয়, বরং নিজস্ব লিপি, ব্যাকরণ ও ধ্বনিতত্ত্বসহ একটি পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন ভাষা।

ঔপনিবেশিক এবং উপনিবেশ-পরবর্তী পুনঃশ্রেণিবিন্যাস

সিলেটিকে উপভাষা হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করার মূল কারণ ভাষাতাত্ত্বিক নয়, বরং ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি। ১৮৭৪ সালে ব্রিটিশ প্রশাসন প্রশাসনিক কারণে এবং চা শিল্পকে কলকাতার সঙ্গে যুক্ত করতে সিলেটকে অসম থেকে বাংলা প্রেসিডেন্সিতে স্থানান্তর করে। এই প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত থেকেই সিলেটিকে বৃহত্তর বাংলা শ্রেণির অধীনে ধরা শুরু হয়। ভাষাকে মান্যরূপে শ্রেণিবদ্ধ করা ঔপনিবেশিক শাসন পরিচালনা সহজ করেছিল, তাই ব্রিটিশ প্রশাসন প্রায়ই ভিন্ন ভিন্ন ভাষাকে "হিন্দি" বা "বাংলা"র মতো বৃহত্তর ছাতার নিচে একত্র করত।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় গণভোটের মাধ্যমে সিলেট বিভক্ত হয়। ভোটারদের সামনে দুটি বিকল্প রাখা হয়েছিল—ভারতে যোগ দেওয়া বা পাকিস্তানে যোগ দেওয়া। স্বাধীন থাকা বা ব্রিটিশ শাসনের অধীনে থাকা কোনো বিকল্প ছিল না। পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির পর উর্দুকে প্রাধান্য ও আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে প্রান্তিক করা রাষ্ট্রনীতির অংশ হয়ে যায়। যদিও সিলেটি এই অঞ্চলের প্রধান ভাষা ছিল, তবুও কোনো সরকারি স্বীকৃতি পায়নি।

১৯৫২ সালে সিলেটিরা ঢাকায় বাঙালিদের সঙ্গে ভাষাগত অধিকার ও বহুভাষিক পাকিস্তানের দাবিতে অংশ নেয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ গঠিত হওয়ার পর বহুভাষিকতার আগের নীতি আর অনুসরণ করা হয়নি। একমাত্র বাংলা রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করা হয় এবং সিলেটিকে উপভাষা হিসেবে অবমূল্যায়ন করা হয়। যে জনগণ ভাষার স্বাধীনতার জন্য লড়েছিল, স্বাধীন দেশের প্রতিষ্ঠার পর তারাই নিজেদের ভাষাকে সেই রাষ্ট্রের বাইরে দেখতে পেল।

ভাষাগত শিকড় এবং গঠন

সিলেটি পূর্ব ইন্দো-আর্য ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত হলেও ধ্বনিতত্ত্ব, শব্দগঠন এবং বাক্যরচনায় এটি বাংলার তুলনায় যথেষ্ট ভিন্ন। বহু ভাষাবিদ যুক্তিসঙ্গতভাবে মত প্রকাশ করেছেন যে সিলেটিতে স্বরটন বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, যেখানে স্বরের পরিবর্তনে অর্থের ভিন্নতা ঘটতে পারে। বাংলায় এই বৈশিষ্ট্য নেই। যারা সিলেটির সঙ্গে পরিচিত নয়, তারা প্রায়ই এর স্বাভাবিক ছন্দ ও কথার গতি বুঝতে অসুবিধা বোধ করে, বিশেষত গ্রামীণ কথনে, যা দেখায় দুই ভাষার পারস্পরিক বোঝাপড়া স্বয়ংক্রিয় নয়।

সিলেটির শব্দভাণ্ডার বিস্তৃত ও স্বতন্ত্র, তবে বহু প্রাচীন শব্দ ব্যবহারের বাইরে চলে গেছে বা বাংলাকৃত রূপে প্রতিস্থাপিত হয়েছে কারণ কোনো আনুষ্ঠানিক নথিবদ্ধকরণ বা গবেষণা হয়নি। দীর্ঘ ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও সরকারিভাবে সিলেটি ভাষার শব্দভাণ্ডার সংরক্ষণ বা নথিভুক্ত করার কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি। কেবলমাত্র কিছু স্বতন্ত্র প্রচেষ্টা, যেমন ব্রিটিশ লাইব্রেরি সমর্থিত প্রকল্প ও যুক্তরাজ্য ও ভারতের সমাজভিত্তিক উদ্যোগ, সিলেটি ভাষার ঐতিহ্য সংরক্ষণে কাজ করছে।

গঠন ও ধ্বনির দিক থেকে সিলেটি বাংলার চেয়ে অসমিয়ার সঙ্গে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ, যা এর স্বতন্ত্র ভাষাগত পরিচয়কে আরও স্পষ্ট করে।

ভ্রান্ত ধারণা ভাঙা এবং সত্য প্রতিষ্ঠা

ভ্রান্তি ১ "সিলেটি শুধু বাংলার উপভাষা"

ভাষাবিজ্ঞানের প্রমাণ এর বিপরীত সত্য দেখায়। সিলেটির নিজস্ব ধ্বনিতত্ত্ব, শব্দগঠন এবং বাক্যরীতি রয়েছে যা একে বাংলার থেকে স্পষ্টভাবে আলাদা করে। এটি ইন্দো-আর্য ভাষাগোষ্ঠীর অল্প কয়েকটি ভাষার মধ্যে একটি যেখানে স্বরটন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। স্বরের ওঠানামায় অর্থ পরিবর্তিত হয়, যা বাংলায় অনুপস্থিত। ব্যাকরণ ও ধ্বনিগত গঠনের দিক থেকেও সিলেটি বাংলার তুলনায় অসমিয়ার সঙ্গে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ।

বিশ্বব্যাপী দেখা যায় যে একই উৎস থেকে উদ্ভূত ভাষাগুলিকেও স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ফরাসি ও ইতালীয় উভয়ই ল্যাটিন থেকে উদ্ভূত, হিন্দি ও উর্দু একই ব্যাকরণ এবং অনেক শব্দ ভাগ করে, অসমিয়া বাংলার মতো একই লিপি ব্যবহার করে। তবুও প্রতিটি ভাষা স্বতন্ত্র ও সরকারি স্বীকৃত ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। সিলেটি যার নিজস্ব লিপি এবং স্বরটন বৈশিষ্ট্য রয়েছে তাকে কেবল উপভাষা বলা ভাষাতাত্ত্বিকভাবে ভুল এবং যুক্তিগতভাবে অসঙ্গত। উপরের অংশে এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পড়া যেতে পারে।

ভ্রান্তি ২ "সিলেটির পর্যাপ্ত শব্দভাণ্ডার নেই, তাই এটি পূর্ণাঙ্গ ভাষা নয়"

সিলেটির শব্দভাণ্ডার গভীর ও বহুমাত্রিক। অনেক ভাষাবিদ মনে করেন সিলেটিতে স্বরটন বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেখানে স্বরের ওঠানামা অর্থের পার্থক্য তৈরি করে এবং নতুন শব্দমূল না বাড়িয়েও প্রকাশের পরিসর সমৃদ্ধ করে। শব্দভাণ্ডারের যে সামান্য ঘাটতি চোখে পড়ে তা ভাষাগত দুর্বলতার কারণে নয়, বরং নীতিগত অবহেলা ও সামাজিক চাপের ফল।

সংখ্যা পদ্ধতি কোনো ভাষার পরিচয় নির্ধারণ করে না। ইংরেজি ও ফরাসি উভয়ই ল্যাটিন উৎসের সংখ্যা ব্যবহার করে, তবুও তাদের স্বাধীনতা নিয়ে কেউ প্রশ্ন তোলে না। ঐতিহাসিকভাবে সিলেটির নিজস্ব সংখ্যা পদ্ধতি ছিল, যা পাণ্ডুলিপি ও বাণিজ্যিক নথিতে ব্যবহৃত হত। তবে ডিজিটাল ক্ষেত্রে এর ব্যবহার সীমিত, কারণ ইউনিকোডে এখনো সম্পূর্ণ সিলেটি সংখ্যা সেট অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এটি একটি প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা, ভাষাগত নয়, এবং এর সঙ্গে সিলেটি ভাষার স্বাতন্ত্র্য বা বৈধতার কোনো সম্পর্ক নেই।

কখনোই কোনো সরকারি উদ্যোগ নেওয়া হয়নি সিলেটি ভাষাকে নথিবদ্ধ করা, রক্ষা করা বা পুনরুজ্জীবিত করার জন্য। এমনকি ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের ভেতর থেকেও খুব সীমিত উদ্যোগ দেখা গেছে। বয়োজ্যেষ্ঠ প্রজন্ম প্রয়াত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বহু মূল্যবান শব্দ হারিয়ে যাচ্ছে, মুখের ভাষার ভাণ্ডার ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। কিন্তু এই ক্ষয় মানে সিলেটি ভাষার দুর্বলতা নয়। সিলেটি বরাবরই পূর্ণাঙ্গ ভাষা ছিল এবং আজও আছে, যার শব্দভাণ্ডার যোগাযোগ ও প্রকাশের জন্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ।

ধারণা করা হয় ইংরেজি ভাষার প্রায় ত্রিশ থেকে ষাট শতাংশ শব্দ ফরাসি উৎস থেকে এসেছে, তবুও কেউ ইংরেজিকে ভাষা বলে প্রশ্ন তোলে না। সব জীবন্ত ভাষাই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অন্য ভাষার শব্দ গ্রহণ করে, রূপান্তরিত হয় এবং বিকশিত হয়। বাংলার

নিজস্ব শব্দ নেই কম্পিউটার, ইন্টারনেট বা মেগাবাইট গ্রাফিক্স এর মতো আধুনিক ধারণার জন্য, তবুও কেউ বাংলা ভাষার অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলে না। তাহলে প্রায় দুই কোটি মানুষের মুখের ভাষা সিলেটি, যার নিজস্ব ব্যাকরণ, ইতিহাস ও লিপি রয়েছে, কেন ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পাবে না?

যখন শিক্ষায়, প্রকাশনায় এবং সম্প্রচারে সিলেটির স্থান তৈরি করা হয়, তখন এই ভাষার সমৃদ্ধি ও প্রকাশশক্তি দ্রুত ফিরে আসে। ভাষাটি কখনোই দুর্বল ছিল না, কেবল নিস্তব্ধ করে রাখা হয়েছিল।

ভ্রান্তি ৩ "সিলেটির নিজস্ব সংখ্যা পদ্ধতি নেই, তাই এটি স্বতন্ত্র নয়"

সংখ্যা পদ্ধতি কোনো ভাষার পরিচয় নির্ধারণ করে না। ইংরেজি ও ফরাসি উভয়ই ল্যাটিন উৎসের সংখ্যা ব্যবহার করে, তবুও তাদের স্বাধীনতা নিয়ে কেউ প্রশ্ন তোলে না। ঐতিহাসিকভাবে সিলেটির নিজস্ব সংখ্যা পদ্ধতি ছিল, যা পাণ্ডুলিপি ও বাণিজ্যিক নথিতে ব্যবহৃত হত। তবে ডিজিটাল ক্ষেত্রে এর ব্যবহার সীমিত, কারণ ইউনিকোডে এখনো সম্পূর্ণ সিলেটি সংখ্যা সেট অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এটি একটি প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা, ভাষাগত নয়, এবং এর সঙ্গে সিলেটি ভাষার স্বাতন্ত্র্য বা বৈধতার কোনো সম্পর্ক নেই।

এছাড়াও এমন কিছু ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে যা ইঙ্গিত দেয় যে সিলেটে একসময় নিজস্ব ক্যালেন্ডার ব্যবহৃত হত, যদিও আধুনিক কালে সেই পৃথক পদ্ধতি টিকে নেই। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহু ঐতিহ্যবাহী পঞ্জিকা, যেমন বাংলা, তামিল, নেপালি এবং থাই পঞ্জিকা, প্রায় মধ্য এপ্রিল মাসে নববর্ষ উদ্‌যাপন করে, যখন সূর্য মেষ রাশিতে প্রবেশ করে (সংক্রান্তি)। এই পদ্ধতির উৎপত্তি সম্ভবত প্রাচীন হিন্দু সৌর সময়গণনা থেকে, কোনো একক ভাষাভিত্তিক ঐতিহ্য থেকে নয়। সিলেটিরাও এই সৌর পঞ্জিকার স্থানীয় সংস্করণ অনুসরণ করত, যা পরে বাংলাভাষীদের গ্রহণ করা একই পদ্ধতির সঙ্গে মিশে যায়। যদি আজ সেটিকে বাংলা পঞ্জিকা বলা যায়, তবে সিলেটিরাও ন্যায্যভাবেই একে সিলেটি পঞ্জিকা বলতে পারে। নামটি পরিবর্তিত হলেও ঐতিহ্য একই থেকে গেছে।

ভ্রান্তি ৪ "সিলেটি কেবল আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষা"

সিলেটিকে আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষা বলা ভুল। এটি প্রায় দুই কোটি মানুষের মুখের ভাষা এবং একাধিক দেশে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশ ও ভারত এই দুটি দেশেই একই ভাষা সীমান্ত অতিক্রম করে ব্যবহৃত হয়, যা সংজ্ঞাগতভাবে একে আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। প্রায় এক কোটি দশ লক্ষ বক্তা বাংলাদেশের সিলেট বিভাগে বাস করেন এবং প্রায় আট লক্ষ বক্তা ভারতের বরাক উপত্যকা ও ত্রিপুরায়। এছাড়াও ব্রিটেন, মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আমেরিকায় বৃহৎ প্রবাসী সিলেটি সমাজ এই ভাষাকে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত করেছে।

সিলেটিকে বাংলার উপভাষা বলা ইতিহাস ও ভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে ভিত্তিহীন। কোনো জনগোষ্ঠী তাদের ভাষা পরিবর্তন করেছে এমন দাবি করতে হলে প্রথমে পূর্ববর্তী ভাষার প্রমাণ থাকতে হবে। সিলেটের ক্ষেত্রে এমন কোনো প্রমাণ নেই। ইতিহাসে সিলেটের মানুষের মুখে অন্য কোনো স্থানীয় ভাষার অস্তিত্বের উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাই এই ধারণা যে সিলেটিরা একসময় বাংলা বলত, পরে তা ত্যাগ করে নতুন ভাষা ও লিপি উদ্ভাবন করল, তারপর আবার শতাব্দী পরে বাংলায় ফিরে গেল, তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

উপরের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে, সিলেটির নিজস্ব শব্দভাণ্ডার, ব্যাকরণ, উচ্চারণ এবং লিপি রয়েছে, যা একে অন্য সব ভাষা থেকে পৃথক করে। গঠনগত দিক থেকে এটি বাংলার তুলনায় অসমিয়ার সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠ, তবুও কেউ অসমিয়াকে বাংলার উপভাষা বলে না। প্রমাণ আরও ইঙ্গিত করে যে সিলেটি আধুনিক বাংলার চেয়ে প্রাচীন হতে পারে। ছিলোটি নাগরি লিপির ইতিহাস অন্তত পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রসারিত, আর আধুনিক বাংলা লিপি মান্যরূপ পায় কয়েক শতাব্দী পরে। সুতরাং সিলেটিকে উপভাষা বলা যায় না। এটি একটি স্বাধীন ও ঐতিহাসিক ভাষা, যার আন্তর্জাতিক উপস্থিতি ও পরিপূর্ণ ভাষাগত গঠন রয়েছে।

সুতরাং সিলেটিকে উপভাষা বলা যায় না। এটি একটি স্বাধীন ও ঐতিহাসিক ভাষা, যার আন্তর্জাতিক উপস্থিতি ও পরিপূর্ণ ভাষাগত গঠন রয়েছে।

ভ্রান্তি ৫ "সিলেটি বিলুপ্তপ্রায় হতে পারে না, কারণ এটি লক্ষ লক্ষ মানুষ বলে"

একটি ভাষা তখনও বিলুপ্তপ্রায় হতে পারে যখন সেটি লক্ষ লক্ষ মানুষ বলে। কোনো ভাষার টিকে থাকা নির্ভর করে বক্তার সংখ্যার ওপর নয়, বরং সাক্ষরতা, শিক্ষা এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে তার সঞ্চালনের ওপর। সিলেটি ভাষাভাষীদের এক শতাংশেরও কম মানুষ ছিলোটি নাগরি লিপিতে পড়তে বা লিখতে পারেন, এবং এই ভাষা বাংলাদেশ ও ভারতের স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি অফিস এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পরিসর থেকে কার্যত সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

সিলেটির অবক্ষয় পাঁচটি প্রধান কারণে ঘটছে। সরকারি স্বীকৃতির অভাব, উপভাষা হিসেবে ভুল লেবেল, ইচ্ছাকৃত প্রচারণায় এর বৈধতা অস্বীকার, গভীর সামাজিক কুসংস্কার এবং নীতিগত বা আর্থিক সহায়তার প্রায় সম্পূর্ণ অভাব। স্কুলে এবং অনেক সময় ঘরেও বাচ্চাদের সিলেটি বলার জন্য নিরুৎসাহিত করা হয়। ভারতে শিক্ষাক্ষেত্রে অসমিয়া ও বাংলা প্রাধান্য পেয়েছে, আর ব্রিটেনে সিলেটি পরিবারের শিশুরা সুবিধার জন্য প্রায়শই বাংলাই শেখানো হয়।

লেখকেরা সিলেটিতে লেখা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছেন কারণ প্রকাশনার সুযোগ খুব সীমিত। অধিকাংশ মূলধারার গণমাধ্যম সিলেটিকে শুধুমাত্র হাস্যরস বা ব্যঙ্গের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে, যার ফলে পরিচয়ের মর্যাদা নয়, বরং কৌতুক ও বিদ্রূপই জোরদার হয়। বহু সিলেটি রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতা মাইক্রোফোনে নিজের ভাষায় একটি বাক্যও বলতে পারেন না। সিলেটি ভাষা নিয়ে লজ্জা এমন গভীর হয়েছে যে বাংলায় বা ইংরেজিতে কথা বলা শিক্ষিত ও সম্মানিত হওয়ার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়, আর প্রকাশ্যে সিলেটি ব্যবহারকে অনেকেই গ্রাম্য ভাবতে শুরু করেছেন।

সিলেট অঞ্চলে গত দুই দশকে নগরায়ণ ও জনসংখ্যার পরিবর্তনে চিত্র সম্পূর্ণ বদলে গেছে। শহর, গ্রাম এবং জনপদে স্কুলে শিশুদের শেখানো হয় যে তাদের মাতৃভাষা বাংলা, আর পরিবারে সিলেটি বললে তাদের বকাঝকা করা হয়। যদি এখনই কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া না হয়, তাহলে প্রজন্মান্তরের ভাষা সঞ্চালন ভেঙে পড়বে। সিলেটি ইতিমধ্যেই বিলুপ্তির পথে, এবং ভাষাটিকে রক্ষা ও পুনরুজ্জীবিত করার জন্য দ্রুত ও দৃঢ় পদক্ষেপ না নিলে এটি আমাদের জীবদ্দশাতেই হারিয়ে যাবে।

ভ্রান্তি ৬ "ছিলোটি নাগরি কেবল বাংলা লিপির আরেক রূপ"

এই দাবির কোনো বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। ছিলোটি নাগরি লিপি সৃষ্টি করা হয়েছিল সিলেটি ভাষার স্বতন্ত্র স্বরটন, ধ্বনি এবং ছন্দ লিপিবদ্ধ করার জন্য, যা বাংলা লিপিতে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। দুই লিপির কাঠামো, রূপ, ব্যবহার এবং ধ্বনিগত নকশা সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাংলাকে ছিলোটি নাগরিতে লেখা উচ্চারণ ও অর্থ বিকৃত করে, কারণ এই লিপি কখনোই বাংলার জন্য নির্মিত ছিল না।

দেবনাগরী, পূর্ব নাগরী (পূর্বী নাগরী) এবং ছিলোটি নাগরি, এই তিনটি লিপিই বৃহত্তর ব্রাহ্মী লিপি পরিবারের অন্তর্গত, কিন্তু প্রতিটি আলাদাভাবে বিকশিত হয়েছে পৃথক ভাষাগত প্রয়োজন মেটানোর জন্য। ছিলোটি নাগরি বিশেষভাবে সিলেটি ভাষার জন্য তৈরি এবং অন্য কোনো ভাষায় কার্যকরভাবে ব্যবহারযোগ্য নয়। এতে নিজস্ব স্বরচিহ্ন, ব্যঞ্জনচিহ্ন এবং স্বরটন নির্দেশক রয়েছে, যা সিলেটি ভাষার ধ্বনিগত পরিচয় সঠিকভাবে প্রতিফলিত করে।

ঐতিহাসিকভাবে ছিলোটি নাগরি বাংলা ভাষা মান্যরূপে গঠিত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বারা নামকরণ হওয়ার বহু শতাব্দী আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। পূর্বী নাগরী ব্যবহার করে বাংলা ও অসমিয়া লিপি মান্যরূপ পায়, কিন্তু ছিলোটি নাগরি সম্পূর্ণ পৃথকভাবে বিকশিত হয়েছিল সিলেটি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব লেখন পদ্ধতি হিসেবে। কোনো ঐতিহাসিক দলিল বা ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণে দেখা যায় না যে এটি কখনো বাংলা লিপির কোনো রূপ বা শাখা ছিল।

অতএব, ছিলোটি নাগরিকে বাংলার আরেক রূপ বলা সম্পূর্ণ ভুল ও বিভ্রান্তিকর। এটি নিজস্ব কাঠামো, ইতিহাস ও উদ্দেশ্যসহ একটি স্বাধীন লিপি, যা সিলেটি জনগণের দ্বারা সিলেটি ভাষার জন্য সৃষ্টি হয়েছে এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের প্রতীক হিসেবে টিকে আছে।

ভ্রান্তি ৭ “ছিলোটি নাগরি কেবল মুসলমানদের ব্যবহৃত লিপি”

এই ধারণা ঐতিহাসিকভাবে ভুল। যদিও অনেক ফুতি বা ধর্মীয় পুস্তিকা ইসলামী বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল, তবুও ছিলোটি নাগরি লিপি সিলেটে ইসলামের আগমনের আগেই বিদ্যমান ছিল। হিন্দু সিলেটিরাও ব্যক্তিগত চিঠি, কবিতা ও সমাজিক নথিপত্র লেখার জন্য এই লিপি ব্যবহার করতেন। শাহজালালের আগমনের বহু আগে থেকেই সিলেটের মানুষ সিলেটি ভাষায় কথা বলত, এবং এমন কোনো প্রমাণ নেই যে তখন বাংলা বা অসমিয়া ছিল এই অঞ্চলের প্রধান ভাষা।

যখন শাহজালাল ও তাঁর সঙ্গীরা ইসলাম প্রচারের জন্য সিলেটে আসেন, তাঁরা সিলেটি ভাষাতেই প্রচার করতেন যাতে সাধারণ মানুষ তাঁদের বার্তা সহজে বুঝতে পারে। এটি প্রমাণ করে যে সিলেটি তখন থেকেই এই অঞ্চলের প্রচলিত ভাষা ছিল। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মধ্যে এই লিপির ব্যবহার প্রমাণ করে যে ছিলোটি নাগরি কোনো ধর্মীয় প্রতীক নয়, বরং একটি যৌথ সাংস্কৃতিক মাধ্যম।

ছিলোটি নাগরির পতন কোনো স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ছিল না। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নানা কারণে এর ব্যবহার ক্রমে হ্রাস পায়। উনবিংশ শতাব্দীতে এই লিপিতে বই প্রকাশকারী প্রধান ছাপাখানা ধ্বংস হয়ে যায়, এবং এরপর কোনো সরকার এর পুনর্জীবনে কার্যকর সহায়তা দেয়নি। আজ এর টিকে থাকা সম্পূর্ণভাবে সম্প্রদায়ের নিষ্ঠা ও সাম্প্রতিক ডিজিটাল সংরক্ষণের প্রচেষ্টার ফল। ছিলোটি নাগরি মান্যরূপ বাংলা লিপির চেয়ে বহু শতাব্দী প্রাচীন এবং এটি ধর্ম বা ভৌগোলিক সীমা নির্বিশেষে সব সিলেটির অভিন্ন ঐতিহ্য। অন্যভাবে দাবি করা মানে একটি জাতির যৌথ উত্তরাধিকার অস্বীকার করা।

ভ্রান্তি ৮ “সিলেটিরা বাঙালি”

সিলেটিরা জাতিগতভাবে বাঙালি নয়, যদি না তাদের মিশ্র বংশধারা থাকে। সিলেটি পরিচয় আধুনিক বাংলাদেশের বহু আগের এবং এটি নিজস্ব ভূগোল, ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। সিলেটি ভাষায় “বেঙ্গলি” (বঁেগলী) শব্দের অর্থ ছিল “অসিলেটি” বা “বঙ্গ অঞ্চলের মানুষ”, যা আজও অনেক গ্রামে ব্যবহৃত হয়। বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে জাতীয়তা ও জাতিগত পরিচয়কে এক করে দেখার ভুল থেকে। বাংলাদেশি হওয়া নাগরিকত্বের বিষয়, কিন্তু বাঙালি হওয়া একটি পৃথক ভাষাগত ও জাতিগত পরিচয়। সিলেটিরা একটি স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী, যাদের বসবাস বাংলাদেশ, ভারত এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রবাসী সমাজে।

যদি বাংলাদেশের সিলেটিদের বাঙালি বলা হয়, তবে ভারতের বা ব্রিটেনের সিলেটিদের কী বলা হবে? একই জাতিগোষ্ঠীর দুই ভিন্ন পরিচয় সীমান্তের দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে না।

এই ভুল ধারণা আরও জোরদার হয়েছে রাষ্ট্র, শিক্ষা এবং গণমাধ্যমের মাধ্যমে। স্কুলে শিশুদের শেখানো হয় যে বাংলাদেশি মানে বাঙালি। টেলিভিশন ও রেডিওতে বাংলা সংস্কৃতিকেই একমাত্র গ্রহণযোগ্য রূপ হিসেবে প্রচার করা হয়, আর সিলেটিকে প্রায়শই গ্রামীণ বা অশিক্ষিত বলে তাচ্ছিল্য করা হয়। প্রবাসে অনেকেই সুবিধার জন্য নিজেদের বাঙালি বলে পরিচয় দেন, যদিও ঘরে তারা সিলেটিতেই কথা বলেন। কিন্তু সিলেটের পরিচয় ভাষার গণ্ডির চেয়ে অনেক গভীর। এই অঞ্চলের মানুষ তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য, আচার-অনুষ্ঠান ও রান্নার ধারা সংরক্ষণ করে এসেছে, যা বাংলা সংস্কৃতির আগমনের বহু আগের। "মাছ কাটা" র মতো বিবাহরীতি থেকে "টেংগার" মতো ঐতিহ্যবাহী খাদ্য, সিলেটি সংস্কৃতি তার নিজস্ব ইতিহাস ও জীবনধারার প্রতিফলন। এসবকে বাংলা বলা মানে সিলেটের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, ঐতিহ্য, ভাষা ও পরিচয়কে অস্বীকার করা।

সিলেটিরা সিলেট ভূমির আদিবাসী জনগোষ্ঠী। অন্য সবাই পরবর্তীতে অভিবাসন, স্থানচ্যুতি, বাণিজ্য বা আশ্রয়ের কারণে এই অঞ্চলে এসেছে। এই ধারণা যে সিলেটের মানুষ প্রথমে বাংলা ভাষায় কথা বলত, তারপর একেবারে নতুন ভাষা ও লিপি উদ্ভাবন করল, এবং পরবর্তীতে আবার বাংলা সমাজে মিশে গেল, তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। যুক্তিসঙ্গত ও ইতিহাসসম্মত ব্যাখ্যা হলো, সিলেটি ভাষাই সিলেট অঞ্চলের প্রাচীন আদিবাসী ভাষা, যা পরবর্তীকালে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের কারণে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

সিলেটি কোনো উপভাষা নয়, কোনো কৌতূহল নয়, আঞ্চলিক ভাষাও নয়, বা বাংলার কোনো খণ্ডাংশ কিংবা মিশ্র ভাষাও নয়। এটি একটি প্রাচীন ও জীবন্ত ভাষা, যদিও বর্তমানে বিলুপ্তির ঝুঁকিতে রয়েছে, যার নিজস্ব গঠন, লিপি ও ইতিহাস আছে। সিলেটি একটি ভাষা, একটি জাতিসত্তা, একটি ঐতিহ্য, একটি ইতিহাস এবং একটি পরিচয়ের প্রতীক, যার অস্তিত্ব ভুল পরিচয়, প্রচারণা ও সরকারি স্বীকৃতির অভাবে হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় আছে। এটি এক গভীর বিদ্রূপ যে একটি দেশ, যা গর্বের সঙ্গে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করে, সেই দেশই নিজস্ব মাতৃভাষার স্বীকৃতি থেকে পুরো একটি জাতিকে বঞ্চিত করছে। সিলেটির ইতিহাস বিশ্বের বহু প্রান্তিক ভাষার সংগ্রামের প্রতিফলন, যেগুলি ক্ষমতার দ্বারা দমিত হয়েছে কিন্তু মানুষের দ্বারা টিকে আছে। সিলেটির স্বাতন্ত্র্যের প্রমাণ এতই প্রবল যে এর অস্বীকৃতি অযৌক্তিক ও অন্যায়। সিলেটিকে স্বীকৃতি দেওয়া মানে সত্য, মর্যাদা এবং ধারাবাহিকতা ফিরিয়ে দেওয়া সেই জনগোষ্ঠীকে, যাদের কণ্ঠ দীর্ঘদিন ধরে নীরব করে রাখা হয়েছে।

গোপনীয়তা ও গোপন নীতিমালা

Sylheti Language (SL) প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে আমাদের ওয়েবসাইট,আবেদনপত্র ,প্রচারণা ও যোগাযোগ মাধ্যমের সাথে সম্পৃক্ত সকল ব্যক্তির গোপনীয়তা ও তথ্যের গোপনতা আমরা সুরক্ষিত রাখি।

আমরা ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করতে পারি যেমন আপনার নাম, ইমেইল ঠিকানা, যোগাযোগের বিবরণ এবং আপনি যে কোনও তথ্য প্রদান করেন (যেমন ফর্ম, আবেদনপত্র , অথবা গ্রুপ অনুরোধ – যার মাধ্যমে WhatsApp, Facebook এবং অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম অন্তর্ভুক্ত)। এই তথ্য নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়:

- আপনার বিবরণ সঠিক করার জন্য, প্রয়োজন Know Your Customer (KYC) চেকসহ
- সমর্থক , সেচ্ছাসেবক এবং সদস্যদের সাথে যোগাযোগের জন্য
- আবেদনপত্র পরিচালনা এবং তা যথাযথ প্রতিনিধি, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্তৃপক্ষ অথবা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক প্রতিষ্ঠানের কাছে উপস্থাপনের জন্য
- আপনার সম্মতিতে তথ্য, আপডেট এবং প্রচারণার উপকরন সরবরাহের জন্য
- প্রশাসনিক কার্যক্রমের জন্য, যার মধ্যে সমর্থক ও সদস্যদের নিরাপদ রেকর্ড সংরক্ষণ অন্তর্ভুক্ত

আমরা কখনও আপনার ব্যক্তিগত তথ্য বিক্রি, বাণিজ্য বা অপব্যবহার করব না। তথ্য কেবল সেই উদ্দেশ্যে ভাগ করা হবে যার জন্য তা প্রদান করা হয়েছে, যেমন আবেদনপত্র জমা দেওয়া বা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ। এ ধরনের ক্ষেত্রে, আমরা আবেদনপত্র গ্রহীতা এবং অংশীদারদের অনুরোধ ও প্রত্যাশা করি যে তারা আপনার তথ্যের গোপনীয়তা ও সুরক্ষা যথাযথভাবে বজায় রাখবেন।

আমাদের প্রচারণার আন্তর্জাতিক প্রকৃতির কারণে আমরা কোনো একক জাতীয় তথ্য সুরক্ষা কর্তৃপক্ষের পূর্ণ অনুগত্য নিশ্চিত করতে পারি না। তবে আমরা যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশের তথ্য সুরক্ষা মানদণ্ড এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সাধারণ গোপনীয়তা নীতিমালা অনুসরণে সচেষ্ট। আমাদের স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মীরা বিভিন্ন দেশে অবস্থান

করতে পারেন, তবে সবাইকে গোপনীয়তা ও ব্যক্তিগত তথ্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আমাদের নীতিমালার সাথে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়।

সমর্থকদের বিবরণ কেবলমাত্র আমাদের প্রচারণার সাথে সরাসরি যুক্ত ব্যক্তি বা সংগঠনের সাথে ভাগ করা হয় এবং কেবল

Sylheti ভাষা, লিপি, ঐতিহ্য ও পরিচয়ের স্বীকৃতি এগিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। আমরা আপনার তথ্য কোনও অপ্রাসঙ্গিক তৃতীয় পক্ষের সাথে ভাগ করব না এবং কখনও বিক্রি করব না।

আপনি যেকোনও সময়ে সম্মতি প্রত্যাহার বা আপনার ব্যক্তিগত তথ্য অপসারণের জন্য অনুরোধ করতে পারেন। এই জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:

admin[@]sylhetilanguage.net

আমাদের WhatsApp গ্রুপ, Facebook গ্রুপ বা অনুরূপ ফোরামে অংশগ্রহণের জন্য গোপনীয়তা, গোপন নীতি এবং গ্রুপের নিয়ম মেনে চলতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে: সদস্যদের ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ না করা (তাদের সম্মতি ছাড়া), প্রশাসকের অনুমতি ছাড়া গ্রুপের বিষয়বস্তু বাইরে ভাগ না করা, এবং কখনও আক্রমণাত্মক, অপ্রাসঙ্গিক বা অবৈধ বিষয়বস্তু শেয়ার না করা। সদস্যরা ব্যক্তিগতভাবে অন্য সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করার আগে গ্রুপের ভেতরে অনুমতি চাইতে হবে। আমাদের লিখিত অনুমতি ছাড়া পৃথক গ্রুপে মানুষকে যোগ করার চেষ্টা করা, উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, বিশ্বাসভঙ্গ হিসেবে গণ্য হবে এবং এর ফলে SL কার্যক্রম থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কারসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।

যদি আপনাকে বন্ধুত্ব বা সংহতির কারণে আমাদের কোনও গ্রুপে যুক্ত করা হয়ে থাকে এবং আপনি মনে করেন যে সেখানে থাকা উচিত নয়, আপনি যে কোনও সময় নিজে থেকে গ্রুপ ছেড়ে যেতে পারেন।

আমাদের কাছে আপনার তথ্য জমা দেওয়ার মাধ্যমে, আপনি সম্মতি দিচ্ছেন যে এটি এই গোপনীয়তা ও গোপন নীতিমালা অনুসারে এবং Sylheti Language প্রচারণার উদ্দেশ্য সমর্থনে ব্যবহার করা হবে।

সহায়তা করুন

আপনার সহায়তাকে প্রদত্ত অর্থের আকারে মনে করবেন না, কেবল এটি হিসাবে বিবেচনা করুন

লক্ষ লক্ষ সংশ্লিষ্ট মানুষ এবং তাদের পরিবার যারা তাদের পরিচয় হারানোর তাগিদে রয়েছে তাদের সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের জন্য একটি দরকারী সম্পদ পাওয়া যাচ্ছে (জীবন রক্ষাকারী হিসাবে কাজ করার সুযোগ এড়িয়ে যাবেন না)

কল্যাণ করার এবং মানুষের সাথে একটি অজানা সম্পর্ক তৈরি করার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ হিসাবে, আপনি আসলে জানেন না (মানবতা সর্বত্র বিদ্যমান)।

সংযুক্ত সমাজের প্রতি নম্র মনোভাব পোষণ করা এবং অর্থহীনভাবে ভাল কাজ করার জন্য অন্যদের অনুপ্রাণিত করা (আমাদের কর্ম শেষ কথা বলে)।

মহামারীর মতো সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির ক্ষেত্রে একটি ভাল ভবিষ্যত তৈরির জন্য একটি দরকারী টুল সরবরাহ করা (COVID-19 প্রকাশ করেছে যে শিক্ষার উপকরণ এবং সংস্থানগুলিতে প্রবেশ অবশ্যই সকল ক্ষেত্রে উপলব্ধ থাকতে হবে)।

কিছু অর্জিত মাইলফলক আপনাকে স্পষ্টভাবে বলে যে আপনি কেন আমাদের সাহায্য করবেন!!

এই দীর্ঘ যাত্রায়, আমরা এখন অনেক দরকারী শিক্ষার সংস্থান সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছি যা সিলেটি ভাষার বর্ণমালা, শব্দ এবং অন্যান্য মৌলিক বিষয়গুলি সহজেই শিখতে এবং বুঝতে সাহায্য করবে।

উপরন্তু, আদিবাসীদের মানবাধিকার সম্পর্কিত জাতিসংঘের ঘোষণা অনুসরণ করে, আমরা অডিও, ভিডিও এবং ছোট ফাইল আকারের ডাউনলোডযোগ্য বইগুলির মতো বিভিন্ন মিডিয়া ফর্ম্যাটে বিভিন্ন শিক্ষার উপকরণগুলিতে প্রবেশ প্রদান করছি যা যে কোনও গোষ্ঠীর দ্বারা সহজেই প্রবেশযোগ্য। এইভাবে আমরা সিলেটি ভাষা সম্পর্কে আরও গভীরভাবে জানতে সাহায্য করি।

এইভাবে, আপনাকে এই কারণের জন্য একটি শক্তি বৃদ্ধিকারী হিসাবে কাজ করতে হবে এবং sylhetilanguage.net এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উপকার করতে হবে **sylhetilanguage.net**